بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম’আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উবায়দা বিন জাররাহ্ (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদের মসজিদ মোবারক হতে প্রদত্ত ৯ অক্টোবর ২০২০-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় হযরত আবু উবায়দার স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। আজ তার বাকি অংশ বর্ণিত হবে। ১৫ হিজরী সনে সিরিয়ায় সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ইয়ারমুক উপত্যকায় ইয়ারমুক নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। রোমানরা বাহান-এর নেতৃত্বে প্রায় আড়াই লক্ষ যোদ্ধা রণক্ষেত্রে নিয়ে আসে। অপরদিকে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার, যাদের মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন এক হাজার, আর তাদের মাঝে প্রায় এক শত বদরী সাহাবী ছিলেন। রোমান সেনাপতি বাহান জর্জ নামের রোমান দূতকে মুসলিম বাহিনীর কাছে প্রেরণ করে। সে যখন মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে তখন মুসলমানরা মাগরিবের নামায আদায় করছিল। সে মুসলমানদের বিগতলিত চিত্তে কাকুতিমিনতি করে খোদার সম্মুখে সিজদাবনত হতে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়। সে হযরত আবু উবায়দাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে, যার মাঝে একটি ছিল, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আপনার কী বিশ্বাস?

হযরত আবু উবায়দা পবিত্র কুরআনের আয়াত (সূরা নিসা : ১৭২) পাঠ করেন যার অর্থ-হে আহলে কিতাব! নিজেদের ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না, আল্লাহ্ তা’লা সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। নিশ্চয় মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম কেবল আল্লাহ্‌র একজন রসূল ও তাঁর কলেমা বা বাণী, যা তিনি মরিয়মের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ্ তা’লা এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনো। আর (খোদাকে) তিন বলো না। (এ থেকে) বিরত হও, এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। তিনি এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে। যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে– তা তাঁরই। আর কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্ তা’লাই যথেষ্ট। এরপর পরবর্তী আয়াত পাঠ করেন অর্থাৎ, মসীহ্ কখনো এই বিষয়টিকে অপছন্দ করবেন না যে, তাকে আল্লাহ্‌র এক বান্দা হিসেবে গণ্য করা হবে আর (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও (এটি অপছন্দ করবে না)। জর্জ পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা শুনে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠে, নিঃসন্দেহে এগুলোই মসীহ্‌র বৈশিষ্ট্য। সে আরো বলে, তোমাদের নবী সত্য এবং সে দূত মুসলমান হয়ে যায়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) খ্রিষ্টান সেনাদের ইসলামের তবলীগ করেন আর ইসলামী সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামের নৈতিক শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! খোদার সাহায্যার্থে অগ্রসর হও। তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অবিচলতা দান করবেন। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! ধৈর্যধারণ কর, কেননা ধৈর্যই কুফরী থেকে মুক্তির মাধ্যম, খোদাকে সন্তুষ্ট করার উপায় এবং লজ্জামোচনকারী। নিজেদের সারি ভাঙবে না, যুদ্ধের সূচনা তোমরা করবে না, যুদ্ধ তোমরা আরম্ভ করবে না, বর্শাগুলো

তাক কর, ঢালগুলো হাতে নিয়ে নাও আর জিহ্বাকে খোদার স্মরণে সিক্ত রাখ যেন খোদা নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কাফের সেনারা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হয়,(দু'আড়াই লক্ষ সেনা ছিল পক্ষান্তরে এরা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার)আর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শুরুর দিকে রোমানদের পাল্লা ভারী ছিল আর তারা মুসলমানদের কোণঠাসা করতে আরম্ভ করে বা পিছু হটতে বাধ্য করে। খ্রিষ্টানরা গোপনে জেনে নিয়েছিল যে, মুসলমানদের মাঝে সাহাবী কে কে? এরপর তারা তাদের কতক তিরন্দাজকে একটি টিলার ওপরে বসিয়ে দেয় এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করে যে, তারা যেন বিশেষভাবে সাহাবীদেরকে নিজেদের তিরের লক্ষ্যে পরিণত করে। তারা জানতো যে, প্রথমসারির লোক নিহত হলে বাকি সৈনিকদের মনোবল এমনিতেই ভেঙে যাবে আর তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে। এরফলে বেশ কয়েকজন সাহাবী নিহত হন আর কয়েকজনের চোখও নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে আবু জাহলের পুত্র ইকরামা, যিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে এই নিবেদন করেছিলেন যে, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লাআমাকে পূর্বকৃত ভুল অর্থাৎ অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার তৌফিক দান করেন। তিনি নিজের কতক সঙ্গীকে নিয়ে হযরত আবু উবায়দার কাছে আসেন আর নিবেদন করেন যে, সাহাবীরা অনেক বড় বড় কাজ করেছেন, এখন আমরা যারা পরবর্তীতে এসেছি, আমাদেরকে পুণ্য লাভের সুযোগ দেয়া হোক, আমরা শত্রুসেনার প্রাণকেন্দ্রে অর্থাৎ মধ্যভাগে হামলা করব আর খ্রিষ্টান জেনারেলদের হত্যা করব। হযরত আবু উবায়দা বলেন, এটি বড়ই বিপজ্জনক কাজ, এভাবে যতজন যুবক যাবে তারা সবাই নিহত হবে। ইকরামা বলেন, এ কথা ঠিক, কিন্তু এছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। অবশেষে তার এই পীড়াপীড়ির কারণে হযরত আবু উবায়দা তাকে অনুমতি প্রদান করেন। তখন তিনি শত্রু সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করেন আর তাদের পরাজিত করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ যুবক শহীদ হন। আশি হাজার কাফের পিছু হটতে হটতে ইয়ারমুক নদীতে ডুবে মারা যায়। এক লক্ষ রোমানকে মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করে। আর প্রায় তিন হাজার মুসলমান শহীদ হন। এটি ছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধ।

ইয়ারমুক বিজয়ের কয়েকদিন পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর প্রয়ান হয় অর্থাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং হযরত উমর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত উমর (রা.) সিরিয়ার তত্ত্বাবধান এবং সেনাদলের নেতৃত্বের ভার হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন। মুসলমানরা বিজয় লাভ করার পর হযরত খালিদের বাহিনী ইরাক ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)কে কিছুসময় নিজের কাছে রেখে দেন। হযরত খালিদ (রা.) যাত্রাকালে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আনন্দিত হও কেননা এখন তোমাদের অভিভাবক হলেন এই উম্মতের 'আমিন' অর্থাৎ হযতর আবু উবায়দা (রা.)। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)কে বলতে শুনেছি, খালিদ বিন ওয়ালিদ আল্লাহ্ তা'লার তরবারিসমূহের একটি। বস্তুত এমন ভালবাসা ও সম্মানজনক পরিবেশে উভয় নেতা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন এটিই হলো মু'মিনের তাকওয়া। নামেরও বাসনা নেই, লোক দেখানোরও আকাঙ্খা নেই কর্মকর্তা সাজার বা পদেরও বাসনা নেই। লক্ষ্য কেবল একটিই আর তা হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। অতএব এরাই হলেন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আর প্রত্যেক কর্মকর্তার বরং প্রত্যেক আহ্‌মদীর উচিত– এ বিষয়গুলো নিজেদের দৃষ্টিতে রাখা।

সিরিয়ার লোকেরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিল, ভাষার ভিন্নতা ছিল, তাদের বংশও ছিল ভিন্নভিন্ন। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ তাদের মাঝে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা

করে দিলেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা পূণর্বহাল করলেন, প্রত্যেককে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করলেন আর এই ইসলামী প্রেরণ সঞ্চার করলেন যে, সবাই আদম সন্তান এবং সকলে ভাই ভাই আর মানুষ হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে কারো সাথে কারো কোন পার্থক্য নেই। অথচ অনেক জায়গায় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলা হয় যে, গায়ের জোরে নাকি মুসলমান বানানো হয়েছে! তিনি (রা.) ঐ রোমানদেরকেও ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রের পরিচিতি সুস্পষ্ট করেছেন, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রচেষ্টায় সিরিয়াতে বসবাসরত আরবরা এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় নিলেন।

হুজুর বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করা হচ্ছে। এটিও হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বে ইসলামী সেনাদল ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয়। তারা যখন ফিলিস্তিনের শহরগুলো জয় করে বায়তুল মোকাদ্দাস অবরোধ করেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সেনাদলও তাদের সাথে যোগ দেয়। খ্রিষ্টানরা অবরোধে যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে সন্ধিপ্রস্তাব দেয় কিন্তু শর্ত বেঁধে দেয় যে, স্বয়ং হযরত উমর (রা.) এসে যেন শান্তিচুক্তি করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই প্রস্তাব সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)কে অবহিত করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে ১৬ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করে দামেস্কের উপকণ্ঠে অবস্থিত জায়গা জাবিয়া'য় পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছলে উপস্থিত নেতারা উপস্থিত থেকে তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি (রা.) বলেন, আমার ভাই কোথায়? লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আমিরুল মু'মিনিন! আপনি কার কথা বলছেন? তিনি (রা.) বললেন, আবু উবায়দা (রা.)। লোকেরা বলল, তিনি এখনি এসে পড়বেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু উবায়দা (রা.) উটনীতে আরোহন করে এসে উপস্থিত হন এবং সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করেন। হযরত উমর (রা.) অন্য সবাইকে প্রস্থান করতে বলেন এবং নিজে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে তার আবাস স্থলে যান। তার ঘরে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে কেবলএকটি তরবারী, ঢাল, চাটাই এবং একটি পাত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। হযরত উমর (রা.) বললেন, হে আবু উবাইদা, তোমার নিজের বাড়িতে যৎসামান্য জিনিসপত্র হলেও রাখা উচিত ছিল ।ঘরে কিছু জিনিস হলেও রাখা উচিত। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! বাড়িতে জিনিসপত্র রাখলে তা আমাদেরকে আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত করে তুলবে।

আরবায বিন সারিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু উবায়দা প্লেগে আক্রান্ত হলে আমি তার সেবার জন্য তার কাছে গেলাম তখন হযরত আবু উবায়দা আমাকে বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ, যে উদারাময়ে মারা যায় সেও শহীদ, যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ আর যে ছাদ ধসে পড়ে মারা যায় সেও শহীদ। হযরত আবু উবায়দার যখন অন্তিম মুহূর্ত আসে তখন লোকদের তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি নসীহত করছি, তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তাহলে উপকৃত হবে। সেই উপদেশ বা নসীহতহলো, তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, রমযানে রোযা রেখো, দান-খয়রাত করতে থেকো, হজ্জ ও উমরা করো, একে অপরকে পুন্যকাজের তাকিদপূর্ণ নসীহত করো। তোমাদের আমীরদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকো তাদেরকে ধোকা দিও না। দেখো, তোমাদের নারীরা যেন তোমাদেরকে আবশ্যকীয় কাজে যেন উদাসীন না করে । মানুষ যদি হাজার বছরও জীবিত থাকে একদিন না একদিন তাকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় যেভাবে আমিও চলে যাচ্ছি। আল্লাহ আদম সন্তানদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে, বুদ্ধিমান সে যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তত থাকে এবং সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আমীরুল মোমেনীনকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে আর আমার পক্ষ থেকে নিবেদন করবে যে, আমি সমুদয় আমানত আদায় করে দিয়েছি। অতঃপর আবু ওবায়দা বল্লেন, আমাকে আমার ইচ্ছানুযায়ী এখানেই দাফন করো। অতএব, জর্ডানের বিসান উপত্যকায় তার কবর রয়েছে। হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ ১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৫৮ বছর। যখন আবু উবায়দার মৃত্যু হয় তখন হযরত মুয়ায লোকদের বলেন, হে লোকসকল! আজ আমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি বিদায় নিয়েছেন যার চাইতে অধিক স্বচ্ছ হৃদয়, হিংসা -বিদ্বেষ মুক্ত, লোকদের প্রতি অধিক ভালবাসা পোষণকারী ও শুভাকাঙ্খী মানুষ আমি দেখিনি। দোয়া কর, আল্লাহ্ যেন তার প্রতি স্বীয় করুণারাজী বর্ষণ করেন।

একদা হযরত উমর বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হল, এ ঘর যেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রা.) এবং হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)-এর মত লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়। এরা কতই না সৌভাগ্যবান! যারা এ জগতেও আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং পরবর্তী জগতেও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবেন।

হুজুর আনোয়ার বলেন তাঁর স্মৃতিচারণ আজ শেষ হল। অতৎপর বলেন, কয়েক ব্যক্তির জানাযা পড়াবো; প্রথম জানাযা আমাদের শহীদের যিনি সম্প্রতি শহীদ হয়েছেন। (তিনি হলেন) পেশাওয়ার নিবাসী ফযল দীন খটক সাহেবের পুত্র প্রফেসর নঈম উদ্দীন খটক সাহেব। ০৫ অক্টোবর দুপুর দেড়টায় বিরোধীরা গুলি করে তাকে শহীদ করেছে। **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন**। শহীদের বয়স ৫৬ বছর ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফেরাত ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন। দ্বিতীয় জানাযা হল মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের পুত্র স্নেহের উসামা সাদেকের , যিনি জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর ছাত্র ছিল। সম্প্রতি জার্মানীর রাইন নদীতে ডুবে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন**। পরবর্তী জানাযা হলো সেলিম আহমদ মালেক সাহেবের। তিনি জামেয়ার শিক্ষকও ছিলেন। হুজুর এদের প্রত্যেকের প্রশংসা সূচক গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন আল্লাহ্ তা'লা মরহুমদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন । নামাযের পর এদের গায়েব জানাযা পড়াবো।

(নাজারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান ও মজলিস আনসারুল্লাহ ভারত থেকে প্রেরিত উর্দূ খোতবার বাংলা অনুবাদ)

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 9 October 2020

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To ....

....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B